যুগান্তর

তারিখ 10 MAY 200

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বরিশালে এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেলেও কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে

আকতার ফারুক শাহিন, *বরিশাল ব্যুরো*

আগামী বৃহস্পতিবার থেকে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার হ্রাস পেলেও কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে। এ বছর নতুন দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় বাণিজ্যমন্ত্রীর বাবা এবং পানিসম্পদ মন্ত্রীর মা'র নামে থাকা দুটি কলেজে ওই নতুন দুটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর আগে এ দুটি কলেজে আর কখনও কেন্দ্র ছিল না। বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ হাজার ৮৫৮ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ৭৬০ জন। অথচ গত বছর যেখানে কেন্দ্র ছিল ৭৮টি সেখানে এ বছর কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০টিতে। পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জে বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর পিতা আখতার হোসেন চৌধুরীর নামে স্থাপিত কলেজে এ বছর নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে। উপজেলা শহর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এ এলাকাটিতে মাত্র ৯১ জন পরীক্ষার্থীর জন্য নতুন এ কেন্দ্রটি স্থাপন নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বাণিজ্যমন্ত্রীর প্রভাব বিস্তারের কারণে এখানে কেন্দ্র স্থাপন করতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে। একইভাবে ভোলা জেলায় লালমোহন উপজেলায় পানিসম্পদ মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহাম্মেদের মা করিমুন্নেছা হাফিজের নামে থাকা কলেজেও এ বছর পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পানিসম্পদ মন্ত্রীও শিক্ষাবোর্ডের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে শোনা গেছে। অবশ্য বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ারুল হক এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করে এ দুটি কলেজে নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তার ওপর কেউ প্রভাব বিস্তার করেনি বলে তিনি দাবি করেন। উল্লেখ্য, বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেলেও কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০০১ সালে এখানে এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার ১৬৫। তখন কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৭৩টি। ৫ বছরের ব্যবধানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ৩০৭ জন হ্রাস পেলেও কেন্দ্রের সংখ্যা ৭টি বেড়ে ৮০টিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলাপকালে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পিয়ারউদ্দিন আহাম্মেদ যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতি বছরই কেন্দ্র বিন্যাস করা হয়। এতে কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।